Times Today BD

মো. নাঈম | বরিশাল | 26 April, 2025

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল বলেছেন, "রাজনীতি করতে হলে আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বর্তমান নেতা তারেক রহমানকে অন্তরে ধারণ করতে হবে।'

শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) বিকেলে রাজাপুর উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে শুক্তাগড় মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জামাল বলেন, তাদের ত্যাগের দিকে তাকাতে হবে।আমরা নিজেদেরকে ত্যাগী বলি, সত্যি, আমরা যে ত্যাগ শিকার করেছি তা বাস্তব।বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেকেই তাদের তাজা রক্ত রাজপথে ঢেলে দিয়েছেন।তাদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তারা ভাবেনি তাদের সন্তানরা কী পাবে।একইভাবে গত ১৭ বছরে ইলিয়াস আলীসহ অনেক নেতা গুম হয়েছেন।যাদের সন্তানরা আজ এতিম, স্ত্রীরা বিধবা হয়েছেন–তারা মূল্যায়ন চায় না, তারা চায় একটি সুন্দর বাংলাদেশ, তারা চায় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ।

রফিকুল ইসলাম জামাল বলেন, জিয়া পরিবার বাংলাদেশে দুর্দিনে হাল ধরেছে।১৯৭১ সালে যখন শেখ মুজিব পালিয়ে গিয়েছিলেন, শেখ হাসিনাসহ তার পরিবারকে পাক-হানাদার বাহিনীর হাতে দায়িত্ব দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।তখন খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে তারেক রহমান তখন মাত্র ৪ বছর বয়সে আর্মির জেলে গিয়েছিলেন

এবং ৯ মাস কারাবরণ করেছেন। আমরা তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি ত্যাগ করিনি। মা দুই সন্তানসহ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৭১ সালে কারাবরণে ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা দেখেছি ১৯৭৫ সালে দেশ আবার লুটের আস্তানায় পরিণত হয়েছিল।শেখ মুজিবের হত্যার মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ সিপাহি শহীদ জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় এনেছিল।সকল নেতা তখন ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি করেছেন।শহীদ জিয়াউর রহমানকে বলা হয়েছিল, "নেতা, আপনি গুলশান বা বারিধারায় একটি বাড়ি নিন, কোন প্লট নেবেন?" তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, "বাংলাদেশটাই তো আমার বাড়ি।যুদ্ধ করেছি দেশের জন্য, সার্বভৌমত্বের জন্য, পতাকার জন্য, বাংলাদেশের মানচিত্রের জন্য। তা আমি অর্জন করেছি। আমার আর প্লট দরকার নেই।' তাই বলবো, জিয়াউর রহমানকে ধারণ করতে হবে।

বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আরও বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্লাবন দেখানো হয়েছিল, তিনি রাজি না হওয়ায় তাকে জেলে নেওয়া হয়েছিল। তিনি এ দেশের মানুষকে ছেড়ে শেখ হাসিনার মতো পালিয়ে যাননি। আপনাদের জন্য জেলে গিয়েছেন, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন, তারপরও বলেছেন, "আমি আমার সন্তানদের ছেড়ে কোথাও যাব না।' তাই বিএনপি করতে হলে খালেদা জিয়াকে ধারণ করতে হবে।বিএনপি করতে হলে তারেক রহমানকে ধারণ করতে হবে, যিনি মায়ের চিকিৎসায় পাশে থাকতে পারেননি।যিনি গত ১৭ বছর মায়ের কাছ থেকে দূরে ছিলেন, ভাইয়ের জানাজায় থাকতে পারেননি, ভাইয়ের কবরে এক মুঠো মাটি দিতে পারেননি। অথচ দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য, অধিকার আদায়ের জন্য ৩১ দফা প্রস্তুত করেছেন। এই ৩১ দফার মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণ হবে।খালেদা জিয়ার শ্রমও দেশের মানুষের কাজে লাগবে।তাই বলছি, 'আমি কী পেলাম' সেটা নয়–আমরা কার রাজনীতি করছি, সেটাই ধারণ করতে হবে।

উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. মাসুম বিল্লাহ পারভেজের সভাপতিত্বে এবং যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ওমর ফারুক সুমনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব সৈয়দ নাজমুল হক। তিনি বলেন, "যুবদল বিএনপির রক্তসঞ্চালন। কর্মীদের দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।'

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) মাহবুবুল হক নান্নু এবং রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট তালুকদার আবুল কালাম আজাদ। তারা বলেন, "দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে সত্যিকারের জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুবদলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন, যারা ‘গণতন্ত্র মুক্তি চাই’, ‘ভোটের অধিকার চাই’, ‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে এগিয়ে চলবো’–এমন স্লোগানে মুখরিত করেন সভাস্থল।

অনুষ্ঠান শেষে কয়েকজন তরুণ নেতার সঙ্গে কথা হয়। শুক্তাগড় ইউনিয়ন যুবদলের কর্মী রিফাত হোসেন বলেন, "আমরা যেকোনো মূল্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় নেতাদের সাহসী আহ্বান আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।' আরেক তরুণ কর্মী মাসুম হাওলাদার বলেন, "যুবদল এখন ঐক্যবদ্ধ। আমাদের দাবি একটাই–স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা।'

তারেক রহমান বিএনপি

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 28 June, 2025 15:19